রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৯, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.০৭৪—আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

২। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৭ ফাল্গুন ১৪২৮/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৭ ফাল্গুন ১৪২৮ / ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ১৯৩১ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ১৯৪৩ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। এছাড়া তিনি গীতশ্রী পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় তাঁর নামের পূর্বে 'গীতশ্রী' পদবি যুক্ত হয়েছিল।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছাড়াও সিনেমার প্লেব্যাক, খেয়াল, ঠুমরি, ভজন, গজল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীতসহ বাংলা গানের প্রায় সকল ধারায় সমান দক্ষতায় শ্রোতাদের মন জয় করেন। অনন্য কণ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই শিল্পী তাঁর অনবদ্য গায়কীর মাধ্যমে হয়ে ওঠেন আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের সুর সম্রাজ্ঞী। অসাধারণ গায়কী গুণসম্পন্ন এই শিল্পী সুদীর্ঘ প্রায় আট দশকে শ্রোতাদের বহু স্মৃতিময় গান উপহার দিয়েছেন। তিনি 'মধুমালতি', 'হয়তো কিছুই নাহি পাব', 'আমি যে জলসাঘরে', 'এই পথ যদি না শেষ হয়'সহ অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সুদীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে 'জয় জয়ন্তী' এবং 'নিশিপদ্ম' ছবিতে গান গেয়ে শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসাবে ভারতের জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'বঙ্গ বিভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করে।

তিনি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পশ্চিমবঙ্গে আগত শরণার্থীদের জন্য তিনি ভারতীয় বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে গণ-আন্দোলনে যোগ দেন এবং তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি কাজ করেন। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গীতিকার আবিদুর রহমানের কথায় সঙ্গীতজ্ঞ সুধীন দাশগুপ্তের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মায়াময় কণ্ঠে গাওয়া 'বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে' গানটি বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর, প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় একটি উন্মুক্ত কনসার্টে তিনি প্রথম বিদেশি শিল্পী ছিলেন।

সুরসম্রাজ্ঞী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে উপমহাদেশের সঙ্গীত জগতে বিশেষ করে আধুনিক বাংলা গানের জগতে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। বাংলাদেশ হারাল তাঁর এক অকৃত্রিম বন্ধুকে।

মন্ত্রিসভা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd